দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JUN 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

112

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ প্রকল্প

15 JUL 1986

সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (দ্বিতীয় পর্যায়) প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ এবং ৭৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটিস বিভাগের তত্ত্বাবধানে এসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও মেরামতের কাজ এগিয়ে চলেছে। সার্বজনীন প্রথমিক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে সর্বমোট ৫১২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের মেট্রোপলিটান শহরগুলোর অধীনে মোট ১৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করতে খরচ হবে—প্রায় ২৪ লাখ টাকা। বিশ্ব ব্যাংক হবেন এ অর্থের গৌরীসেন। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রতিটি জেলা সদরদপ্তরে ১১৯টি দোতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা হইবে। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম শহরে ১৯টি দোতলা প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে এরমধ্যে ঢাকা শহরে ১২টি এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম শহরে ২টি করে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে।

সংবাদপত্রে যদি মুদ্রণ বিভ্রাট ঘটে না থাকে তাহলে এখানে কিন্তু বিভাজিত বিদ্যালয় গৃহের মোট সংখ্যা সরকারী সংখ্যার সঙ্গে মিলছে না। দুর্মখ লোকেরা এখানে অনায়াসে মন্তব্য করার সুযোগ পাবে যে, ১৯তম স্কুলটি নিশ্চয়ই ফ্যাসিলিটিস বিভাগ নিজের পকেটে রেখে দিয়েছেন, সময়মতই বার করবেন।

সারা দেশের ১০২টি উপজেলাকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে ৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা ব্যয় হবে এবং ঐ একই প্রকল্পের অধীনে ৭৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ মেরামত করা হবে। এ মেরামত কাজে খরচ হবে ৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা।

বন্যা দুর্গত এলাকায় ৬ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ঐ এলাকার ৩২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে।

উপকূলীয় এলাকায় গত বছর ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। তারমধ্যে ৫৯টি বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে। একই প্রকল্পের অধীনে ৪৫০৬০ জোড়া হাই বেঞ্চ, লো বেঞ্চ এবং ২৩৮১ জোড়া চেয়ার টেবিল বিদ্যালয়গুলোকে সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৬ সালে ছাত্র-ছাতরীদের মধ্যে ৩ কোটি ৮০ লাখ পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এতে ব্যয় হয় ২০ কোটি টাকা।

ইউনিসেফ এর মধ্যে ৬ কোটি টাকা মূল্যের কাগজ অনুদান হিসেবে প্রদাণ করেন।

বলা হয়েছে, এ পরিকল্পনা কার্যকরী করার ফলে ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রাথমিক পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ধরে রাখা যাবে।

সরকারী তথ্য বিবরণীতে প্রদত্ত সংবাদটি দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক, সন্দেহ নেই। সংবাদপত্রে এ সংবাদ পাঠ করে দেশের জন-সাধারণ উৎসাহিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে সরকারের এই তৎপরতা এবং অর্থবরাদ্দে আমরাও আনন্দবোধ করছি। আমরা আনন্দিত হচ্ছি বাংলাদেশের মত একটি অনুন্নত দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় আর্থিক সহায়তার জন্যও। কিন্তু দেশবাসী যেখানে অসহায় এবং নির্বাক আমরাও সেখানে শঙ্কিত ও ভয়কাতর।

প্রকাশিত সংবাদই বলি কিংবা সরকারী তথ্য বিবরণীই তাতে সুপরিকল্পিত একটি প্রকল্প ও তার কার্যকরণের জন্য প্রচুর টাকার কথা বলা হয়েছে সত্য কিন্তু তার কোথাও এমন নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি যে, প্রকল্পটি কোন কারণে কোন পর্যায়ে স্থগিত ঘোষণা করা হবে না কিংবা কোন পর্যায়েই অকার্যকর হবে না। সেরূপ আশংকা কোন পর্যায়ে সৃষ্টি হলে তা সর্ব প্রকারে প্রতিরোধ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা এ কারণেই শকিঙ্কত যে, ইতিপূর্বে সরকারের এমনি অনেক শুভ প্রকল্প মুখ থুবড়ে পরে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার এবং কর্তৃপক্ষ ঐরূপ দুর্ঘটনার কোন কারণ উদ্ধার করতে পারেনি। জনসাধারণও সে বিষয়ে কোন প্রশ্নের সদুত্তর পায়নি।

আমরা দ্বিতীয় যে প্রকল্পটিতে শঙ্কিত তা' হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ এবং মেরামত কাজে যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপচয় বা অপব্যবহার হবে না কিংবা হতে দেয়া হবে না এ মর্মে বিবরণীর কোথাও কোন প্রকার আশ্বাস প্রদাণ করেননি। প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ তদরূপ বা আত্মসাতের কারণে সরকারী বহু প্রকল্প কার্যকরণ ব্যর্থ হতে দেখেছে দেশবাসী। এ ধরনের অনেক ক্ষেত্রে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন। জনগণের দাবীর চাপে সরকার কখনই ঐ ধরনের আত্মসাত বা তদ্রুপ অর্থ উদ্ধার করতে পারে না। অবশ্য কখনো কখনো কিছু কিছু তদ্রুপকারী বা আত্মঘাতকারীকে আইন আদালতে দাড় করিয়ে শাস্তি প্রদাণ করেছেন মাত্র। তাতে দেশবাসীর আক্রোশ কিছুটা উপসম হলেও সামগ্রীকভাবে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী না হয়ে যে জাতীয় সাধিত হয়েছে, কোন দিনই সরকার তা' পূরণ করতে পারেনি। এ পরিস্থিতি জনগণ ও আমাদের একটিই মাত্র প্রশ্ন তা' হোলো সরকার কি এ প্রকল্পের অর্থ অপচয় বা আত্মসাত প্রতিরোধ করার পক্ষে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

—দাউদ খসরু